অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের কবিতা

অমাবস্যা

স্পর্শলিপি শেখানোর কথা ছিল
কথা ছিলো স্বীকারোক্তি
দেখা ও না দেখার মাঝখানে ধোঁয়াসব করে রব
চিমনি ভর্তি ফুলে ওঠে পেট থেকে
হাতঘড়ি, সাইকেল ইত্যাদি লোহালক্কড়
এক নদী, দুই নদী করে বালি
পা মাপতে নেমেছে ফাটলে
বুদবুদ গড়িয়ে অন্ধকার, ফোটাদের

চতুরঙ্গ

এই ঘনিয়ে ওঠা থেকে একেকটা বৃত্ত
বড়ো হচ্ছে–
বাঁশির আড়াল নিয়ে বসে আছে
কৌতুক চমকে পড়ে ঘন হয়ে এল শুধু
স্ফীত জলে ছায়ার শরীর
রাংতা খুলছি আর বারুদ
আর তামাক গন্ধ – অপছন্দের
অথচ বার বার একটা নষ্ট ঘুম আর জরাজীর্ণ কপাট
পেন্ডুলামের দ্রুততায় টেনে নিচ্ছে মনোযোগ
কতটা চাওয়ার থাকে বিন্দু ঘিরে
আলোর ঘনিয়ে ওঠা থাকে
পুড়ে যাওয়া জড়ো করে একেকটা ভরকেন্দ্র
উন্মুখ চুপ হয়ে থাকে
কেঁপে যাওয়াটুকু তোমাকে ভাবায়, ভয় পাও
সে অবধি আয়ুরেখাভোগী
যার বিস্তারিত ছুঁয়ে ঢেউ-এর মাথায় মাথায়
নৌকো ভর্তি লবন আর সোঁদাগন্ধ
ভাটিয়ালি হয়ে যাচ্ছে
হাতের পাতায় বাকি গলিঘুঁজি
শিকড়ের চিহ্ন নিয়ে ভেঙে চুরে যাক

নস্যাত

সামান্য নির্ঘুম লেগে থাকা কাতরতা
পার করে লিখে রাখা এসমস্ত কথা কাটাকাটি
তোমাকে দর্শক ভেবে
মাদারিকা খেল দেখাতে দেখাতে একা
সে চলুক পাহাড়তলিতে
নিরাপদ তফাতে থেকে তাকে দাও উপদেশ, ব্যথার আড়াল
কে যে দূর, কাছের বা কে –
চিহ্নিত ব্যাকরণ বই খুলে
আলগোছে খুঁজে দাও নিপাতনে সিদ্ধ সমাজ
দুর্ঘটনা থেকে ফিরে এলে
কার মুখ মনে করে
ফ্ল্যাশ বাল্ব উথলিয়ের আলোমতি, কাজলে কাজল
না পাওয়া আলিঙ্গন টাঙিয়ে রেখেছে যেই মাঝরাত
সে তো জানে
সাবধান হওয়া মানে
প্রতিটি তীব্র থেকে দূরে দূরে থাকা
ঝুঁকে থাকা আলগা পাথরে কোনো দায় নেই এসব কথার